প্রতীক

BANGLADARSHAN.COM

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

পেচক

পেচক বলিছে শান্তি আমার কই গো?
জাতির ব্যথার যত ভার আমি বই গো।
এই যে পৃথিবী শুধু পাপে ভরা,
হিংসা এবং ক্ষুধা দিয়ে গড়া,
দুঃসহ–তাই, চক্ষু মুদিয়া রই গো।

২

‘কাঠ ঠোকরা’র আহা কি কঠোর দুঃখ!
কাঠ কেটে খায়, দেখে ফেটে যায় বুক গো
অত শ্রম আহা ও দেহে কি সয়?
ও কি বিধিলিপি? ঘুচিবার নয়?
কত ভালো কাজ রহিয়াছে লঘু সূক্ষ্ম।

BANGLADARSHAN.COM

৩

কী কাজ লইয়া রহিয়াছে কাদাখোঁচা?
নেহাৎ নোংরা–বিহগের মাঝে ওঁচা।
অনুন্নতকে করা উন্নততর
জীবনের সেবাব্রত বলে সবে ধরো,
বড় সুকঠিন তাদের বেদনা বোঝা।

৪

কাক চাই–চাই কারবারে হরতাল,
বাড়াইতে আর সরাইতে জঞ্জাল।
নব কথামালা রচিতে যে ভাই
ময়ূর এবং দাঁড়কাক চাই
ইতিহাস–কার গৃধ্রই চিরকাল।

৫

চড়াইকে চিল করাই আমার চেষ্টা
নতুবা শক্তিশালী কিসে হয় দেশটা?
যারা শিস দিয়ে গান গেয়ে ফেরে

তারা হতভাগা–খেতে দেবে কে রে?
নিজেরা মজিবে–জাতিকে মজাবে শেষটা।

৬

দেশ ও জাতির চিন্তায় রাত জাগি–
সারা দিনমান ভাবি তাহাদেরি লাগি'।
এত তপস্যা বিফলে যাবার নয়।
আনিব সাম্য, করিব সমন্বয়,
সবে হবে মোর তপঃফলের ভাগী।

BANGLADARSHAN.COM

পিপীলিকার দেশ

পিপীলিকা-দেশে আমি গিয়েছিনু একবার,
চেনা চেয়ে চিনি হলে–মজা হত দেখবার।
ছোট ছোট পিপীলিকা উঠে যাহা পা বেয়ে,
জেনো এরা নিজেদিকে দিগ্‌গজ ভাবে হে।
বড় বড় বোল বলে সে কি অনাসৃষ্টি,
কথা চেয়ে উহাদের কামড়ও যে মিষ্টি!
তোমরা তো উহাদের দম্ভ কি বোঝ না–
না পড়েই পণ্ডিত করে সমালোচনা।
খাটো নয় দর্শনে পটু বেশি কাব্যে,
নভেলেও নভেলিটি যতটুকু ভাববে।
জগতের ভাবধারা উহাদেরি দখলে–
বল্মীকে যাকে ভাবে বাল্মীকি সকলে।
ত্রেতা যুগ হতে করে ছন্দের চর্চা–
বাহিরিল ত্রিষ্টুপ দিয়ে ওই দরজা।
বলে মোরা দেখিয়াছি ঘুরে সারা দেশ হে–
প্রতিভার আদি হেথা এইখানে শেষ হে।

BANGLADARSHAN.COM

ঢেঁকি

হে ঢেঁকি, তুমি কি ভানিবেই শুধু ধান?
পাবেনাকো সুরশিল্পীর সম্মান?
সুরও রয়েছে, রয়েছে নৃত্য,
রমণীর পদাঘাত।
তোমার বুকেতে অশোক ফোটেই
সে আঘাত নির্ঘাত।
শব্দ তোমার আঁকে মোর মনে
সারি সারি শুধু ছবি–
তবুও নহ কি কবি?

২

নিশিশেষে তব শব্দেতে রূপ লভি'–
জাগে কি কেবলি পৌষ-পার্বণ ছবি?
আমি তাতে পাই 'আইসেন হাওয়ার'
'চার্চ-হিলের' রব,
চক্ষেতে ভাসে 'টিটো', 'মোশাদেক',
'ডালেস', 'ম্যালেনকফ্',
স্মৃতিতে জাগায় 'পানমুনজন'
ভিয়েৎমিনের 'লাও',
কেনিয়ার 'মাও' 'মাও'।

৩

তোমার মতন কর্মী সহিছে ক্লেশ–
দুর্ভাগা জাতি অতি দুর্ভাগা দেশ,
নারদ মুনির বাহন তুমি যে
সংসারীদের প্রিয়–
রাষ্ট্রে সমাজে মাঝে মাঝে তব
পরিচয়টুকু দিয়ো।
আমড়া কাঠের ঢেঁকি নহ তুমি

BANGLADARSHAN.COM

‘হেয়ো’ ঢেঁকি তুমি নহ,
কেন এত ব্যথা সহ?

৪

ধান চিঁড়া কুটি’ দেখিতেছ এই ভূমি–
কুটনীতিবিদ্ হবেনাকো কেন তুমি?
বুদ্ধির ঢেঁকি তোমাকে আবার
উপরোধে গেলা যায়,
দেবর্ষির সে শাশ্বত পেশা
তোমাতেই শোভা পায়।
‘আশানন্দকে’ শক্তি দিয়াছ
তব জয়গান গাই–
সম্মান তব চাই।

৫

মৌনের যুগ জানো এটা নহে চায়–
বিশ্ব এখন বাণী–শুধু বাণী চায়।
প্রতিষ্ঠা তুমি অচিরে লভিবে
বুঝেছ ধরার রীত–
ধান ভানিতেই যা কিছু সুযোগ–
গাহিতে শিবের গীত।
ঘরের ঢেঁকি যে তোমার রয়েছে
অনেক সুবিধা আরও
কুমীর হতেও পারো।

৬

স্বর্গে গেলেও ভাঙিতে হইবে ধান,
যে বলে তোমাকে–উহাতে দিও না কান।
দীনজনগণ দরদী যে তুমি
কর বটে দুখভোগ
আছে নারদের বীণার সঙ্গে
তোমার বুকের যোগ।
সমানধর্মা যাঁরা তব গানে

BANGLADARSHAN.COM

এত ভাব খুঁজে পান,
তাঁরাও ভাগ্যবান।

BANGLADARSHAN.COM

জীবন-নদী

নদী, কি তুই চলার নিশায় বিভোর হয়েই থাকিস রে?
কত স্নেহের ধারায় গড়া তার কি খবর রাখিস রে?
গোটা আকাশ ধৌত ক'রে,
শক্তি দিল তোরেই ওরে।
নিতুই কত শ্যাম বনানীর সোহাগ আদর মাখিস্ রে।

২

নিঝর বলে নয়ন ভরে বারেক দেখি দাঁড়া রে,
কতই জলরেখার জীবন তোতেই হল হারা রে।
কত জনার আঁখির নীরে,
বাড়লি রে তুই ধীরে ধীরে,
বুকে কি তুই তাদের ছবি আপন মনে আঁকিস রে?

BANGLADARSHAN.COM

৩

পন্থা তুঁহার গভীর সুগম করলে যারা সাধনায়,
অবাধ গতি আনলে রে তোর বিঘ্ন ঠেলি' বেদনায়।
পূর্ণ হলি কানায় কানায়,
ভুলে থাকা তোর কি মানায়?
যেথায় থাকিস যেমন থাকিস তাদের আশিস মাগিস রে।

নারী

তব লাবণ্য, কমনীয়তার কথা কহে বারে বারে–
গীতে, কবিতায়, উপমা অলঙ্কারে।
আমি যে তোমাকে গভীর ভক্তি করি,
স্নেহ করি, ভালোবাসি ও তোমাকে ডরি,
মহীয়সী তব অপার মহিমা
সাধকও বুঝিতে নারে।

২

তুমি অপ্সরী, কিন্নরী তুমি, তাপসী ও সিদ্ধা–
দশরূপা তুমি–দশমহাবিদ্যা,
হও না পতিত ধিক্কৃত, লাঞ্ছিত,
তুমি লভ পদ যা তব আকাঙ্ক্ষিত,
ইচ্ছায় তব নূতন জন্ম
আনে যোগনিদ্রা।

BANGLADARSHAN.COM

৩

তুমি নীহারিকা, চলে অনন্ত সৃষ্টি তোমার মাঝে
সাজাও এবং সাজ নব নব সাজে।
তুমি চামুণ্ডা কঙ্কালী, ধূমাবতী,–
ভুবনেশ্বরী তুমি সাবিত্রী সতী,
দশ-প্রহরণ-ধারিণী অবলা–
রত কভু গৃহকাজে।

৪

জননী, ভগিনী, জায়া, মহামায়া তুমি পরমেশ্বরী–
কালানল শিখা তুমি প্রলয়ঙ্করী।
হিন্দোলে দোলো, পর জয়মালা গলে,
রাসেশ্বরী গো তুমি রাসমণ্ডলে,
তোমাতে মিলেছে অষ্টবজ্র
খর্পরে সুধা ভরি'।

৫

নারীর জগৎ, প্রতি মানুষের শ্রেষ্ঠ অংশ নারী–
যারা রমণীয় কমনীয় মনোহারী।
সুনিবিড় ভাবে পেতে হ'লে ভগবানে–
নারী হ'তে হবে অনুরাগী তাহা জানে,
সব আগে তব সে গোপী প্রেমের
হতে হবে অধিকারী।

৬

হে পুণ্যময়ী জীবনে ধরাকে মহিমা করেছ দান,
মরণে তাহাকে করেছ পীঠস্থান।
কভু দ্রৌপদী করিয়া রিপু নিধন,
রক্ততে তার কর বেণী বন্ধন।
কভু অনন্ত-শয়নে লক্ষ্মী–
পাশে তব ভগবান।

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমিক

গগন পানে প্রাণ রেখেছ, কানন পানে কান,
তুমি কেবল আছ নিয়ে ভার ও ভগবান।
চকোর সাথে কর তুমি চাঁদের সুধা পান,
চাতক সনে নীরদ-নীরে নিত্য কর স্নান।
নিশির সাথে শিশির ঢালো, রবির করে কর,
তোমার কাছে এক হয়েছে বিশ্ব চরাচর।
অকূল নিয়ে ব্যাকুল তুমি সুদূর তোমার ঘর,
পরকে কর আপন তুমি আপন কর পর।
মানস সরে ভাসিয়ে তরী সেথায় কর বাস
ছায়াপথে গতাগতি তোমার বারমাস।
মন্দাকিনী ঝরবে কখন ধরবে তুমি তাই,
শিবের মত দাঁড়িয়ে আছ তন্দ্রা আলস নাই।
গণ্ডকীতে জালটি ফেলে জাগছ অনুক্ষণ
কখন এসে পড়বে শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ।

BANGLADARSHAN.COM

দীনতার সুখ

কোথাও তাহার অভিমান নাই
নাহিকো অহঙ্কার,
সে পরম সুখী–নামায়ে ফেলেছে
সব চেয়ে বড় ভার।
ম্লান বেশ তার ধূলাকে করে না ভয়,
রূপ আভাহীন হৃদয় জ্যোতির্ময়–
অবজ্ঞাতেই সংবর্ধনা তার।

২

সবাকার চেয়ে সেই যে নিম্নে, তাহারি মূল্য কম,
আকর্ষণের কিছু নাই তার, তবু সে যে মনোরম,
সবাই মহৎ, সবই বড় তায় চোখে,
সবাকার চেয়ে সেই ছোট নরলোকে,
মধুকর সে যে–রচে না মধুক্রম।

BANGLADARSHAN.COM

৩

সোনা রূপা নয়, নয় সে হীরক, নয় সে রত্নমণি,
সিকতায় লীন তুচ্ছ-শক্তি অন্তর তার ধনী–
কাঠের কৌটা ভিতরেতে মৃগনাভি,
তুলতের পুঁথি সুধা বিলাবার দাবী
মূল্য তাহার হিসাব হয় না গণি'।

৪

যত আনন্দ ততই বেদনা সব থেকে সবহারা
যে যা বলে তারে সকলি আশিস সবেই সুধার ধারা
অনুভূতি নয় ভগবানে চেনে জানে,
যত বিশ্বাস তত যে শক্তি প্রাণে–
প্রতি ডাকে তার ভগবান দেন সাড়া।

পাখিমারা

পাপিয়া যখন এড়াইয়া গেল হীন সাতনলা ঘাত,
হাসি’ ব্যাধ বলে, ক্ষমা কর মোরে, লয়ে যাও প্রণিপাত।
আনমনা হয়ে ছুঁড়িয়াছি নল, যাবে কেন, বনে রও,
গায়ক পাখির করি সম্মান–শবের লক্ষ্য নও।
কত দেশে যাবে কত গান গাবে–কহিবে আমার কথা–
সকল গানেই প্রচারিত হবে আমার নৃশংসতা।

পাপিয়া বলিল, ‘মাভৈঃ নিষাদ–আমি শুধু গান গাই
পরের কাহিনী কহিবার মোর সময় মোটেই নাই।
তোমার শরে তো মরে না দানব, থামে না চিত্ররথ–
ভোগবতী ধারা উঠাবার লাগি’ করিতে পারে না পথ,
কেবল নিরীহ পাখি শুধু মারে–ঘৃণা করে যাহা লোক।
প্রচার করিতে হয় না তাহার গীতের আবশ্যক।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষত শুকাবার আগেই যে পাখি ভুলে যায় তার কথা,
গীত যে সাগর উত্থিত সুধা–নাই তাতে মলিনতা।
আকাশের মত গীত যে উদার–কে পাইবে তার লাগ,
বজ্র তাহার বুক ভেদি’ যায় রাখিতে পারে না দাগ।
কীট তো কাটিয়া কুটি কুটি করে, কত সুগন্ধী ফুল–
সুরভির মাঝে হবে তার ঠাঁই এত আশা করা ভুল।

স্বর্গ সামীপ্য

স্বর্গ মোদের নিকটে রয়েছে–অধিক দূরে তো নয়,
মাঝে সংশয়, বিশ্বাস, বিস্ময়–
কী ক্ষতি মর্ত্য মর্ত্যই যদি থাকে,
কে বলে স্বর্গে পরিণত হতে তাকে?
এমনি দণ্ডে শতবার যেন ভগবানে মনে হয়।

২

এ ফুল নাইবা পারিজাত হল–গোলাপ যূথী ও বেলী–
কমল থাকুক কমল নয়ন মেলি'।
এ চাঁদের চেয়ে কোন চাঁদ বেশী ভালো?
এ রবির চেয়ে উজ্জ্বল কার আলো?
এর চেয়ে ভালো রামধনু বল কোন নীলকাশে রয়?

BANGLADARSHAN.COM

৩

দেবতা এখানে যুগে যুগে দেখি মানুষ হইয়া আসে,
এ হাসি অশ্রু সুখ দুখ ভালোবাসে।
ছেলে হয়ে এসে নবমীর লাগি' কাঁদে
কন্যা সাজিয়া সাধকের বেড়া বাঁধে,
পাষাণ ঠেলিয়া বাহিরিয়া আসি' লাড্ডু খায়, কথা কয়।

৪

আমরা মানুষ সীমার কাঙালী চাহি গতায়তি চাহি,
আসিব যাইব, সুধা-সরে অবগাহি'।
কত নিয়ে যাব কত দিব হেথা আনি'–
এমনি চলুক আমদানি রপ্তানি,
চাহিনে হইতে অমৃত আমরা, স্বাদে চাই পরিচয়।

৫

এ দুটি চক্ষু এমনি থাকুক–এমনি অশ্রুভরা,
এই অনুভূতি ভুবন আপনকরা।
থাকুক বেদনা আনন্দভরা প্রাণ,

ভয় অভয়ের নিতি নব অবদান,
মানুষের মাঝে দেব-মহিমার হউক অভ্যুদয়।

৬

মানব অমর হইলে তাহার বাড়িবে না বেশী মান,
জীবন তো আর করা চলিবে না দান।
দধীচি হবার রবে না সম্ভাবনা,
এ প্রাণের আহা ফুরাইবে আনাগোনা।
সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যই ক্ষয়ে যাবে, পাবে লয়।

৭

মহাসাধনায় সিদ্ধি লভিতে সাধক কি দিতে যাবে?
বীরের শৌর্য মূল্য কোথায় পাবে?
প্রিয়জন, দেশ, সত্য, ধর্ম লাগি'
কী মহারত্ন দিবে অনুরাগী ত্যাগী?
যুগ তো কেবল বিরাট বিশাল প্রাণের অস্তোদয়।

BANGLADARSHAN.COM

৮

মোরা স্বর্গের পরশ যে পাই সে তো নয় বেশী দূরে?
রাজে মন্দিরে, রাজে অন্তঃপুরে।
প্রেমে ভক্তিতে মহাপ্রাণতায় ত্যাগে,
তাহারি যে ফাগ প্রতি অঙ্গেতে লাগে,
করে দেহ মন ভুবন ভবন সব অমৃতময়।

অভিশাপ

অগ্নিগর্ভ মর্মগিরির গর্জন ভীতিভরা–
তুমি অভিশাপ–ঝলসিতে পার ধরা।
দারুণ তোমার দাপে,
প্রমোদ-প্রাসাদ কাঁপে।
শব্দভেদী ও সায়ক তোমার অনলে গরলে গড়া।

২

করে দর্পীরা, করে বাচালেরা উপহাস–
অষ্টাবক্র তুমি যদুকুলত্রাস।
পরীক্ষিৎকে হায়–
তক্ষক দংশায়,
শুধু বাণী নও–তুমি বাসুকীর বিষাক্ত নিশ্বাস।

BANGLADARSHAN.COM

৩

শর-সন্ধানে ভুল করে রথী–বিষম বিপদপাত,
ধরা গ্রাসে রথচক্র অকস্মাৎ।
অমোঘা তোমার ভাষা–
অশরীরী দুর্বাসা
কর প্রচণ্ড দণ্ডধরকে তুমিই দণ্ডাঘাত।

৪

শকুন্তলার অঞ্চল হতে অঙ্গুরী পড়ে খসি'
দগ্ধ মৎস্য পলায় সলিলে পশি'!
অদ্ভুত তব লীলা–
শ্রীহরি কাটেন শিলা,
দেবরাজ লভে কুৎসিত কায়া–ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় শশী।

৫

তুমি নির্মম, দম্ভোলি হানো আন হে শান্তিজল,
অনলে ফুটাও হেম সহস্রদল।
যমও তোমাকে জানে

বাঁচাও সত্যবানে।
অমঙ্গলের মধ্য হইতে আন হে সুমঙ্গল।

৬

বর যাহা দেয় নিঃশেষে দেয়, তাহা মাপা, তাহা গণা,
তুমি যাতে আন অসীম সম্ভাবনা।
তোমার দীপক শেষে
ঠুংরির মীড়ে মেশে,
তোমার নেত্র-বহ্নিতে করে ভাগীরথী আনাগোনা।

BANGLADARSHAN.COM

গতির রূপ

চলিয়াছে রেলগাড়ি–
পথ মাঠ ঘাট ছুটিয়া চলেছে–
চলেছে তরুর সারি।
এ যেন কাহার মন্ত্রের বল–
অচঞ্চলেরা হল চঞ্চল,
স্থাবর স্থানুও গতিশীল। হল
বন্ধন অপসারি'।

২

গোধূলি স্বর্ণালোকে–
ধান্যক্ষেত্রে কনক বন্যা
অপরূপ লাগে চোখে।
গতি হিল্লোলে ভঙ্গিমাময়
পরিচিত দেয় নব পরিচয়,
জ্যোতি ও গতিতে রূপায়িত আজ
করিছে আনন্দকে।

BANGLADARSHAN.COM

৩

ছুটে ট্রেন অবিরত–
নদী ও তড়াগ মিলাইয়া যায়
রৌপ্য রেখার মত।
বেণুর কুঞ্জ, আম্রকানন,
টেনে লয়ে চায় দৃষ্টি ও মন,
ছিল এত রূপ এত লাবণ্য
কোথায় লুক্কায়িত?

৪

ভাবি আনমনে একা–
আকাশে চন্দ্র তারকার মালা
গতিরই তো জোতিঃলেখা।
চঞ্চল এই শোভার পরশ,

আনে সুধা করে ভুবন সরস,
ভালো করে দেখা না হওয়াই হল
সব চেয়ে ভালো দেখা।

BANGLADARSHAN.COM

ভাব

ভাবে সৃষ্ট এ ভুবন, সৃষ্টির আগেও তুমি ছিলে,
এই বিশ্ব রহস্যে ভরিলে।
জন্মিল আকাশ তেজ জল বায়ু ভূমি–
পদার্থেতে রূপ পেলে তুমি।
কান্তিমতী ধরণীরে মৃন্ময়ী ও চিন্ময়ী করিলে।

২

তোমাতেই রহিয়াছে হরির অনন্ত শয্যা পাতা,
তুমি চতুর্বর্গ ফলদাতা।
পূজা ও তপস্যা তুমি, ধ্যান ও মনন–
ভাবগ্রাহী নিজে জনার্দন।
সুন্দর শাশ্বত দিব্য জীবনের তুমিই বিধাতা।

BANGLADARSHAN.COM

৩

মানবের ভাবদেহ রাখ যে অক্ষয় তুমি করি'–
ধরা রাখে তুচ্ছ অস্থি ধরি'।
তুমি রক্ষা কর মহা-মানবের দান–
ভস্ম তাঁর কী দেবে সন্ধান?
বাল্মীকির পরিচয় দিবে ধরা কি বল্মীক গড়ি'।

৪

দুখে অবসন্ন কর, কর তুমি আনন্দে উচ্ছল,
কর পুণ্যে শুদ্ধ সমুজ্জ্বল।
মানুষের বুক তুমি এত বড় কর,
বিরাজেন ত্রিভুবনেশ্বরও,
সর্বযুগ জাতি সহ স্থান পায় এ সৌরমণ্ডল।

৫

ভৃত্য হয়ে সেবা কর, বীর হয়ে তুমি যাও রণে,
বন্ধু হয়ে বাঁধ আলঙ্গিনে।
মাতা হয়ে অঙ্কে ধর, পিতা হয়ে পালো–

পত্নী হয়ে তুমি বাসো ভালো।
মুক্ত কর যুক্ত কর–সুকোমল কঠিন বন্ধনে।

৬

তুমি অঙ্গ লভ ভক্তে, রূপ দাও তুমি ভগবানে,
ভাব রহ রূপের ধেয়ানে।
আজ যাহা ভাব কাল রূপে হবে নীত,–
রামায়ণ নামে রূপায়িত।
পার্থিব চাহিয়া আছে নিরন্তর অপার্থিব পানে।

৭

অন্তে যেই ভাব লয়ে ত্যজে জীব জীর্ণ কলেবর
ভাব-দেহ ধরে ধরা 'পর।
প্রেম জন্ম লয়, হয় রস হে বিগ্রহ–
লীলা চলিতেছে অহঃরহ।
জীবে শিবে বিনিময় এমনি হতেছে পরস্পর।

BANGLADARSHAN.COM

৮

চুম্বক পরশ তব সুখস্পর্শে বক্ষে লেগে রয়,
ভুলায় দেহের পরিচয়।
তোমাতে মিলায়ে যাই, করি প্রণিপাত–
মোরে তুমি কর আত্মসাৎ।
ক্ষয়ী এ দেহকে মোর করে দাও তুমি ভাবময়।

পুস্তক

তুলট কাগজ আমরা গরিব কেতাব,
রাজারও নাই কিন্তু এত খেতাব।
দেবরাজেরও নাইকো এত ছত্র,
কল্পতরুর নাইকো এত পত্র।
পুণ্যশ্লোকের নাইকো এত শ্লোক,
শুধু বিক্রমাদিত্য অশোক।

২

অন্ধ নিজে, জগৎ করি আলো,
আমরা সাদা ধূসর এবং কালো।
ভাবতে নারি, কিন্তু ভাবুক গড়ি,
কণ্ঠ নাহি, গীতে ভুবন ভরি।
চক্ষু নাহি, অশ্রুতে সব ভাসাই,
বচন নাহি, লক্ষজনে হাসাই।

BANGLADARSHAN.COM

৩

অর্থ প্রচুর আমরা থাকি দীন,
জগৎ শেঠ এ আড়ম্বর বিহীন।
মোদের সকল কর্ম যে অদ্ভুত,
যক্ষ নহি পাঠাই যে মেঘদূত।
আমরা মৃত কিন্তু সজীব অতি
অমৃত দিই সাগর মথি'।

শ্রমিকবন্ধু

নূতন করে গড়বে ধরা গড়বে এই সমাজ?
না ভেঙেও গঠনের তো আছে অনেক কাজ।
ভূমি এবং ইন্ধন চাই—এটা সুনিশ্চয়,
ভূর্জ এবং চন্দন বন না কাটলে কি হয়?
গড়বে নূতন ঘর—
প্রাসাদ ভেঙে আনতে হবে কেনই বা প্রস্তর?

২

চালাইছে এ সংসারটা লৌহ ও অঙ্গার,
কিন্তু তাতেই সাধ মেটে না কিন্তু বসুধার।
চায় না শুধু ধান্য গোধুম তৈল লবণ গুড়,
চায় মেওয়া ফল কমলা কলা আম্র ও আঙুর।
রূপের তৃষাতুর—
চায় সে হীরা মুক্তা মণি রত্ন সুপ্রচুর।

BANGLADARSHAN.COM

৩

খনির তলে খাটছে যারা, করছে যারা চাষ—
শ্রমের জলে সিক্ত—বহে সঘনে নিশ্বাস,
তারাই শুধু শ্রমিক নহে—শ্রমিক তারা ও,
জ্ঞানের ধ্যানে বিনিদ্র রাত কাটায় যারা গো,
তাদের নমস্কার—
যুগ জাতিকে করছে ধনী যাদের আবিষ্কার।

৪

যারা ভাবুক, যারা সাধক, বিদ্যাভিলাষী—
শিল্পী যারা অনুরাগী স্বপনবিলাসী—
নয় কি তারা শ্রমিক? যারা রাত্রি সারাটি
দেখছে কোথায় হচ্ছে উদয় নূতন তারাটি।
শ্রমিক সেই সকল—
অনাগত যুগ লভিবে যাদের তপঃফল।

৫

শ্রমিক তারা যাদের দেওয়া চিন্তামণি হার–
যোগ্য আহা মহাকালের গলায় পরাবার।
শ্রমিক তারা ছন্দে গীতে যাহারা নিত্য
মুহূর্তকে করছে অমর টানছে অমৃত
শ্রেষ্ঠ শ্রমিক সে–
ভাবের ধারায় যারা ধরায় নূতন করিছে।

৬

গুহা-মানব হবার লাগি’ নয় কেহ উৎসুক
মনীষীগণ ‘মুনিষ’ হলে কমবে নাকো দুখ।
নাইকো যখন চারটি পায়ে হাঁটতে কারো সাধ–
ভাতে এবং প্রতিভাতে থাকুক না তফাত।
এটা তো নির্ভুল–
ফিরে পতে চায় না কেহ ঝরা সে লাঙ্গুল।

BANGLADARSHAN.COM

গৃহস্থ

যারা গৃহস্থ, যারা রূপ জয় যশ ও ধনস্পৃহ–
তারাও হরির প্রিয়।
ইচ্ছাশক্তি তাহাদের দুর্জয়,
কোনো বিপত্তি, কোনো বাধা নাহি সয়।
নভঃস্পর্শী সে আকাঙ্ক্ষাকে দিয়ো সাধুবাদ দিয়ো।

রেখেছে বাসের যোগ্য করিয়া সুশোভিত করি' ধরা,
ভাব দিয়ে রূপ গড়া।
প্রাসাদ মিনার সেতু মন্ত্রণাগার,
তাদেরি বিশাল স্থাপত্য সম্ভার,
নিতি নব নব আবিষ্কারের গতি বিদ্যুৎভরা।

তাহারা খাটিছে খনির ভিতরে গহ্বরে অম্বুধির
ভীম অরণ্যানীর।
ফিরিছে উঘারি বৃহৎ ভূমণ্ডল,
গৃহপানে তবু দৃষ্টি অচঞ্চল,
করে ভোগবতী মন্থন তারা ধূলায় বাঁধিয়া নীড়।

কৃষ্টির তারা বাহক ধারক–বিরাটের কারবারী,
ব্যবসায় বলিহারি!
মাটি লয়ে থাকে তারা সাধারণ প্রাণী
অপার্থিবের তবু তারা সন্ধানী,
নিজেই জানে না কী মহাধনের তাহারা যে অধিকারী

পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহতপে গৃহ করে তপোবন।
নরে হেরে নারায়ণ,
সব গৃহ, গৃহ নন্দ ও যশোদার।
গোপালের লাগি' পেতে রাখে সংসার,
এ ধরার তারা ঐশ্বর্য ও তারাই আকর্ষণ।

BANGLADARSHAN.COM

বড় করে তারা দেখে সংসার, সংসার লয়ে আছে
শ্রীভগবানের কাছে।
অবিচ্ছিন্ন রাখে সৃষ্টির ধারা,
চতুরাশ্রম পুষ্ট করিছে তারা।
অশিবের সাথে সংগ্রাম করি' বাঁচায় এবং বাঁচে।

BANGLADARSHAN.COM

উন্মাদ

বৃহৎ যাহারা মহৎ যাহারা তারা প্রায় উন্মাদ–
নভঃস্পর্শী আকাঙ্ক্ষা আর অতি অদ্ভুত সাধ।
তাদের দেহেতে সহিছে নির্বাসন
গুরু দুর্জ্ঞেয় দুর্জয় এক মন,
পড়ে মানুষের তালিকা হইতে তাহাদের নাম বাদ

তারা সুমেরুর ঝঞ্ঝা-অশনি–বিদ্যুৎভরা প্রাণ
মহাকাল সাথে এক পাত্রেই হলাহল করে পান।
বিরাট তৃষ্ণা বিপুল তাদের ক্ষুধা,
কাড়ে ইন্দ্রের হস্ত হইতে সুধা।
শ্রেষ্ঠ ও অপকৃষ্ট সৃষ্টি গড়েছেন ভগবান।

তাহাদের সাথে দ্বন্দ্ব করিতে সংসার সুনিপুণ,
পরশ পাথর পোড়াইয়া ধরা করিবারে চায় চুন।
কতই উপায়ে কত ভাবে করে নীচু,
উদাসীন তারা গ্রাহ্য করে না কিছু,–
পোড়াইয়া মারে ফাঁসি দিয়া মারে ক্রুশে দিয়া করে খুন।

স্বর্গ মর্ত্য আলোড়ি’ তাহারা আনে যে অভ্যুদয়–
ঘুচাতে জাতির অভিশাপ তারা নিজেরাই বলি হয়।
ধর্ম কর্ম রাষ্ট্র সমাজ মন
সেই ঝুলনের লভে যে আন্দোলন–
বৃহৎ বসুধা চিরদিন ধরে তাহাদেরি কথা কয়।

BANGLADARSHAN.COM

আনন্দ

তুমি আনন্দ তুমি বেহিসাবী নাহি তব খতিয়ান।
মরুভূমে আন মেরু সম্পদ, মরা গাঙে আনো বান।
অঙ্কে তোমার ধরা অসাধ্য,
তুমি যে দামাল নহকো বাধ্য,
অতি লঘু যাহা তাহাকেও তুমি করে তোল গরীয়ান।

২

উল্লাসে তুমি ঊর্ধ্বে উঠিয়া হইয়াছ হিমালয়,
অতল নিম্নে এলাইয়া গিয়া রয়েছ সাগরতলে।
তুমি ঝর্ণায় ঝর ঝর ঝর
হও যে জমিয়া মণি মর্মর।
ফুল হয়ে ফোট, অলি হয়ে ছোট, পাখি হয়ে গাও গান।

BANGLADARSHAN.COM

৩

ভূর্জপত্রে কর মেঘদূত, ছায়াপথ পন্থায়,
পাষাণগুহাকে পরিণত কর রূপের অজন্তায়।
রঙ ও রাগেতে করি' মিলামিশা,
আনমনে বসি' আঁকো "মোনালিসা"–
সর্ব যুগের সব সঞ্চয় একাকী তোমার দান।

৪

তাজমহলের তুমিই শিল্পী জাদুকর রূপকার।
কাল সাগরের মুক্তার মালা দাও তুমি উপহার।
তুমি অধিকার কর মোর মন,
পাতো আনন্দময়ের আসন–
রচুক আমার গৃহে মণিকোঠা তোমার অধিষ্ঠান।

॥সমাপ্ত॥